WBMIFMP প্রকল্প বিষয়ক

পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব সংক্রান্ত বিশ্লেষণের

কার্যকরী সারাংশঃ

১. সূচনাঃ

দুর্গাপুর জলাধারের নিচের দিকে অবস্থিত দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন এর অধীনে সেচ সেবিত এলাকা রাজ্যের ৫টি জেলায় বাঁকুড়া, পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, হুগলী ও হাওড়াতে মোট ৪১টি ব্লকে বিস্তৃত রয়েছে। এই অঞ্চলে মোট ২৭৩৪ কিলোমিটার লম্বা সেচ খাল আছে। এই সমস্ত সেচ খাল গুলির পরিকল্পিত সেচ সেবিত এলাকা ৩,৯৩,৮০০ হেক্টরের মধ্যে কেবলমাত্র ৩,৩২,০০ হেক্টর কৃষিজমি খারিফের সময় জলসেচ পায়। কেবলমাত্র ২০,০০০ হেক্টর কৃষিজমিতে রবি ফসলের সময় সেচের জল পায় এবং বোরো চাষে ২৮০০০ হেক্টর জমিতে সেচের জল পায়। গ্রীষ্মকালে অন্যান্য অত্যাবশ্যিক চাহিদা মেটানোর পর উৎপন্ন সমস্ত রকম উৎস থেকে রবি ও বোরোর সময় গড়ে মোটামুটি ১,০০,০০০ হেক্টর করে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। খাল ছাড়া সেচের মুখ্য দুই উৎস হল কূয়ো ও জলাশয়।

প্রায় ছয় দশকেরও আগে গড়া দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অধিনস্ত সেচ ব্যবস্থা বেশিরভাগ টাই ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়েছে। পলি জমে ও বাঁধের গায়ের গর্ত থেকে বা নিকাশীনালা, শাখা প্রশাখা থেকে জল চুঁইয়ে পড়ার ফলে সেচ খালের নাব্যতা ও জলধারণ ক্ষমতা অনেকটাই কমে গিয়েছে বিশেষ করে খালের শেষ প্রান্তে। সেচের জলের অভাবে খালের শেষের দিকের চাষীরা এখন মূলত রবি ও বোরো চাষ ভূগর্ভস্থ জলের সাহায্যে করছে। স্বাভাবিক বর্ষা যে বছর হয় সেই বছরেও, জলাধারে পর্যাপ্ত জল থাকা স্বত্ত্বেও, পরিকল্পিত সেচসেবিত এলাকা ও বর্তমানে প্রকৃত সেচসেবিত এলাকার মধ্যের ব্যবধান প্রতিনিয়ত বেড়ে চলেছে। এই অবস্থার মোকাবিলা করার জন্য সেচ খালের পলি তোলা, সেচ পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং বিজ্ঞান সম্মত আধুনিক পদ্ধতির উপস্থাপন করে তার সুপরিচালনা ও নিয়মিত রক্ষনাবেক্ষন একান্ত জরুরি হয়ে উঠেছে।

মুন্ডেশ্বরী নদী ও নিম্ন দামোদর অববাহিকায় আমতা নদীর আশেপাশে নদীর উপকূলবর্তী এলাকাগুলো ঐতিহাসিকভাবে বন্যা কবলিত অঞ্চল। মূলত দু'টি (২) মিউনিসিপ্যালিটি ও কুড়ি (২০) টি ব্লকের অধিনস্থ মোট ১৮৮৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকা বন্যা প্রকোপিত। নিম্ন দামোদর অববাহিকার এই বিস্তৃত এলাকায় প্রায় প্রতি বছর ৪.৬১ লক্ষ মানুষ এবং ৩৩৫ বর্গ কিলোমিটার চাষের জমি বন্যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সেচ ও জলপথ দপ্তর বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় পশ্চিমবঙ্গ বৃহৎ সেচ এবং বন্যা নিয়ন্ত্রন প্রকল্প (ডাব্লু বি এম আই এফ এম পি) (WBMIFMP) নামের এক প্রকল্পের উপস্থাপনা করতে চলেছে।

"ডাব্লু বি এম আই এফ এম পি" নামক প্রকল্পের বাস্তবায়নের ফলে পরিবেশ ও সামাজিক ক্ষেত্রে কী ধরনের প্রতিকূল প্রভাব পড়তে পারে তা খতিয়ে দেখার জন্য মুল্যায়ন করা হয়েছে। পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (ই.এস.আই.এ) বিষয়ে বিশেষ অধ্যায়ন করা হয়েছে ও প্রতিকূল প্রভাব নিয়ন্ত্রন করার জন্য বিশেষ নির্বাহী পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে ও একটি পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়েছে। এর একটি অংশে আছে পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাব মুল্যায়ন ও অপর অংশে পরিবেশ ও সামাজিক নির্বাহী পরিকল্পনা। এছাড়াও আছে কীটনাশক ব্যবহার নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা, আদিবাসী উন্নয়ন পরিকল্পনা এবং ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট পুনর্বাসন পরিকল্পনা (আর এ পি) (RAP) প্রস্তুত করা হয়েছে।

২. প্রকল্পের বিবরণঃ

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের অন্তর্গত সমস্ত সেচ ব্যবস্থার পুনরুজ্জীবন ও নিম্ন দামোদর এলাকার বন্যা নিয়ন্ত্রন করাই এই প্রকল্পের মূখ্য উদ্দেশ্য। প্রকল্পটি ছয় (৬) বছরের মধ্যে বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া ও হুগলী জেলার ৩১টি সেচ সেবিত, ১০টি একাধারে সেচসেবিত এবং বন্যা কবলিত এবং ১০টি বন্যা কবলিত কিন্তু সেচ সেবিত নয় এমন ব্লকে বাস্তবায়িত করা হবে। প্রকল্পটির ফলে চাষের উন্নতি হবে ও নিম্ন দামোদর উপকূলবর্তী অঞ্চলে বন্যার প্রকোপ কমবে। এই প্রকল্পের মোট চারটি অংশ বা বিভাগ আছে।

ক. সেচের পরিকল্পনা - এই অংশে ডি-ভি-সি এর অন্তর্গত সমস্ত সেচ ব্যবস্থার উন্নতি করা হবে। এর পাঁচটি উপ অংশ হল ১) তথ্য ভিত্তিক পরিচালন ব্যবস্থা ও তার পর্যবেক্ষন। ২) পরিষেবার মান উন্নয়ন। ৩) ভূগর্ভস্থ জলাধারের পর্যবেক্ষন। ৪) দক্ষতা বর্ধন। ৫) কৃষি কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ।

খ. সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ- এর মাধ্যমে বড় ছোট সমস্ত রকম খালে সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ করা হবে। এর দুটি (২) উপ অংশ হলো - ১) বড় ও মাঝারি খালের আধুনিকীকরণ ২) প্রশাখা ও ছোট খালের আধুনিকীকরণ।

গ. বন্যা নিয়ন্ত্রন ব্যবস্থা - এর মাধ্যমে নদী ও খালের পলি তোলা ও পুনঃসংস্করণ করা হবে। বন্যা নিয়ন্ত্রনকারী স্লুইস গেটের আধুনিকীকরণ, কিছু জায়গায় বাঁধ গঠন, বাঁধের সংস্করণ ও মজবুতিকরণ, বাঁধের উপর কংক্রিটের রাস্তা গঠন করা হবে। উজান

জলাধারগুলিতে জলধারণ ও পরিকল্পনা উন্নত করার জন্য জলাধারে জলের উচ্চতার পূর্বাভাস ও বিশ্লেষণ করার পরিকাঠামোর উন্নয়ন করা হবে। এটি বিশ্ব ব্যাঙ্ক-এর সহায়তায় পরিচালিত আরেকটি প্রকল্প বাঁধ সংস্কার ও উন্নয়নের সঙ্গে সমন্বয় করে করা হবে।

ঘ. প্রকল্পের পরিচালনা ও বাস্তবায়ন - সেচ ও জলপথ দপ্তর এবং এস-পি-এম-ইউ (SPMU)-কে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ, উপদেষ্টার মাধ্যমে প্রকল্প পরিচালনা, মুল্যায়ন, আহরণ (Procurement) ও অর্থকরী সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। এই বাবদ প্রয়োজনীয় ব্যয়ের সংস্থান করা হবে।

এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মোট ৪১.৩ কোটি মার্কিন ডলার খরচা হবে, যার মধ্যে বিশ্বব্যাঙ্ক ১৪.৫ কোটি ও পরিকাঠামো উন্নয়ন ব্যাঙ্ক ১৪.৫ কোটি মার্কিন ডলার ঋণ দেবে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাকী ১২.৩ কোটি মার্কিন ডলার ব্যয়ভার বহন করবে।

৩. বিধিসম্মত নিয়মানুবর্তীতাঃ পরিবেশ এবং সামাজিক সুরক্ষা সংক্রান্ত আইন ও বিধির রূপরেখা গুলি চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে আছে -

প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় প্রকল্প বিষয়ক বিভিন্ন আইনী ছাড়পত্র / পারমিট। ঠিকাদার সমেত প্রকল্প রূপায়নের সঙ্গে যুক্ত সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় রাজ্য এবং কেন্দ্র সরকারী আইন মেনে চলতে হবে। যেমন, গাছ কাটার জন্য বনদপ্তরের ছাড়পত্র, হট মিক্স প্লান্ট, ব্যাচিং প্লান্টের জন্য পরিবেশ দূষণ নিয়ন্ত্রন পর্ষদের ছাড়পত্র ইত্যাদি। এছাড়াও শ্রমিক আবাস এবং অস্থায়ীভাবে রাখা আবর্জনা ফেলার স্থান নির্বাচনের জন্য স্থানীয় সরকারী দপ্তর এবং এস.পি.এম.ইউ.-এর ছাড়পত্র লাগবে।

এছাড়াও বিশ্বব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয় পরিবেশ ও সামাজিক সুরক্ষা বিধি গুলিও প্রযোজ্য হবে। যেমন -

১. ও.পি - ৪.০১ (পরিবেশ মুল্যায়ন)
২. ও.পি - ৪.০৪ (বাস্তুতন্ত্র)
৩. ও.পি - ৪.০৯ (কীটনাশক নিন্ত্রয়ন পরিকল্পনা)
৪. ও.পি - ৪.১০ (জনজাতি)
৫. ও.পি - ৪.১১ (সাংস্কৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক সম্পত্তি)
৬. ও.পি - ৪.১২ (পুনর্বাসন)
৭. ও.পি - ৪.৩৭ (বাঁধ সুরক্ষা)
৮. ও.পি - ৭.৫০ (আন্তর্জাতিক জলপথ)

প্রকল্প অঞ্চলে আদিবাসী জনজাতির বসবাস আছে। সেইজন্য ও.পি ৪.১০ (জনজাতি বিষয়ক) প্রযোজ্য। দামোদর নদীর বাম পার্শ্বের বাঁধে, উজান রামপুর, হুরহুরা খাল এবং দামোদরের ডান পার্শ্বের ছোট বাঁধে প্রচুর সংখ্যক অবৈধ বসবাসকারী আছে, সেখানে ও.পি ৪.১২ প্রযোজ্য। সাংস্কৃতিক ও পুরাতাত্ত্বিক সম্পত্তির জন্য ও.পি ৪.১১ প্রযোজ্য। অবৈধভাবে বসবাসকারীদের পুনর্বাসন ও মন্দির, বেদী, শশ্মান এবং অন্যান্য জনসাধারনের উপযোগকারী প্রয়োজনীয় কাঠামোর পুনর্স্থাপনের পরিকল্পনা (আর.এ.পি) প্রস্তুত করা হয়েছে।

৪. পরিবেশ ও সামাজিক বিষয় প্রাক-প্রকল্প ভিত্তিরেখা -

পরিকল্পিত প্রকল্প এলাকা ঘুরে, এলাকার লোকজন ও অন্যান্য অংশীদারের সাথে আলোচনা করে ও সরকারী নথী পর্যালোচনা করে পরিবেশ ও সামাজিক ভিত্তিরেখা স্থাপন করা হয়েছে। মূলত তিনটি ধারার সূচক পর্যালোচনা করা হয়েছে। ১) প্রাকৃতিক ২) জীবতাত্ত্বিক ৩) সামাজিক ও পরিবেশ। বর্তমান আর্থিক সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য প্রাথমিক ও সরকারি নথী থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। পরিকল্পিত এলাকার ৫০০ মিটার, ৩ কিলোমিটার ও ১০ কিলোমিটার গন্ডীর ভিতরে অবস্থিত বিভিন্ন রকম পরিবেশ ও সামাজিক বৈশিষ্ট্য বিশেষভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে ক্যাটাগরি - ১ এবং ক্যাটাগরি -২ এর কর্মকান্ডের জন্য ১০০ মিটার গন্ডীর ভিতর অবস্থিত সমস্ত স্কুল, হসপিটাল, পার্ক সংবেদনশীল এলাকা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে (শুধুমাত্র বন্যা প্রতিরোধক দেওয়াল এবং শিট্ পাইল এর জন্য ৫ মিটার ব্যাসার্ধ বিবেচিত হয়েছে এবং পরিমাপ নেওয়া হয়েছে)। ভূ-পৃষ্ঠ জল তথা নদীর জল, ভূগর্ভস্থ জল, বায়ু ও শব্দ মাত্রা, নদী খালের জমে থাকা পলি সংগ্রহ করে গবেষণাগারে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করে দেখা হয়েছে। জীবজন্তু ও গাছপালা সংক্রান্ত তথ্য প্রানীসম্পদ দপ্তর ও প্রকল্প এলাকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ জলের বর্তমান ব্যবহার, বিন্দুসেচ (ড্রিপ) ও ঝাড়িসেচ (স্প্রিংলার) এর ব্যবহার, সার ও কীটনাশকের ব্যবহার বিস্তারিতভাবে খতিয়ে দেখা হয়েছে। অবস্থিত গাছের সংখ্যাও খতিয়ে দেখা হয়েছে। বর্তমান আর্থ সামাজিক ও পরিবেশগত অবস্থা খতিয়ে দেখার জন্য ৫টি জেলার ২৬টি ব্লক থেকে মোট ৭০৩টি পরিবারের সমীক্ষা করা হয়েছে।

সারনী- ব্লক অনুযায়ী পরিবার ভিত্তিক সমীক্ষার বিবরণ

ক্রমিক নং	জেলা	ব্লক	মিউনিসিপালিটি	সার্ভে ঘর সংখ্যা
	বাঁকুড়া	২		৫৭
	পূর্ব বর্ধমান	৮		১৮৮
	পশ্চিম বর্ধমান	১		৩০
	হাওড়া	৪	১	১৯৭
	হুগলী	৭	১	২৩১
	মোট	২৬	২	৭০৩

প্রত্যেক ব্লক থেকে সর্বাধিক দুটি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে সমীক্ষার জন্য। নদীখাল উপকূলবর্তী গ্রাম গুলিকেই মূলত প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ব্লক থেকে ২৮টি পরিবার ও গ্রাম প্রতি ১৪টি করে পরিবার নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও প্রতি গ্রামে কমপক্ষে একটি করে FGD বা দলবদ্ধ আলোচনা করা হয়েছে।

প্রকল্প জেলাগুলির মধ্যে হাওড়ার জনঘনত্ব সর্বাধিক ও বাঁকুড়ায় সর্বনিম্ন। প্রতি হাজার পুরুষে মহিলার অনুপাত হুগলীতে সর্বাধিক এবং জনসংখ্যার বৃদ্ধির হার হুগলীতে সর্বনিম্ন ৯.৫% ও হাওড়াতে সর্বাধিক ১৩.৫%। প্রতি প্রকল্প জেলাগুলিতে তপসিলি জনসংখ্যার হার ৩১.২% যা পশ্চিমবঙ্গের গড় তপসিলি জনসংখ্যার (৩২.৬৫%) তুলনায় কিছুটা কম। বাঁকুড়াতে উপজাতি জনসংখ্যা সর্বাধিক ১১%, বর্ধমানে ৭%, হুগলীতে ৪% এবং হাওড়ায় ১%-র কম। এই পাঁচটি জেলার শিক্ষার হার ৭৮.৭% যা পশ্চিমবঙ্গের গড় (৭১.৩%) ও সর্বভারতের গড়ের (৭৩%) তুলনায় বেশী। মহিলা ও পুরুষের মধ্যে শিক্ষার ব্যবধান সর্বাধিক বাঁকুড়াতে লক্ষ্য করা হয়েছে। প্রকল্প প্রভাবিত পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলিতে পুরুষ শ্রমিক ৫১% এবং মহিলা ৪৯%। গড়ে প্রত্যেক চাষী পরিবারের কাছে ৭৭ কাঠা / ১.২৮ একর জমি আছে। প্রতিটি অবৈধ বসবাসকারী / অবৈধ নির্মাণ এর উপর প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত অধ্যায়ন করে এবং আর্থ সামাজিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা খুঁটিয়ে পর্যা লোচনা করে পুনর্বাসন কর্মসূচী পরিকল্পনা (RAP) করা হয়েছে।

প্রকল্প এলাকার পরিবেশ ও সামাজিকগত মুখ্য বৈশিষ্ট্য -

গত পাঁচ বছরে (৫) খরিফের সময় সেচের জন্য ভূপৃষ্ঠের জল একই পরিমানে পাওয়া গেছে। কিন্তু পাঁচ বছর (৫) পূর্বের তুলনায় বর্তমানে রবির সময় ভূপৃষ্ঠে সেচের জলের পরিমান ৩৫.৭% এবং বোরোর সময় ৪১.৫% কমে গেছে। এরফলে রবি ও বোরোর সময় ভূগর্ভস্থ জলের উত্তলন ও ব্যবহার তুলনামূলক ভাবে বেড়ে গিয়েছে। ভূ-গর্ভস্থ জলের ব্যবহারের বৃদ্ধি রবি ও বোরোর তুলনায় খারিফে কম।

- প্রকল্প জেলাতে কেবলমাত্র ১১.৮% চাষী মাঝে মধ্যে বিন্দুসেচ (ড্রিপ) এবং ৩% চাষী মাঝে মধ্যে ঝাড়িসেচ (স্প্রিংলার) ব্যবস্থার উপযোগ করে।
- বর্তমানে কীটনাশক ব্যবহার বহুল এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) নির্ধারিত Ia, Ib এবং II ক্লাসের কীটনাশকের ব্যবহারও লক্ষ্য করা গেছে।
- অঞ্চল ভিত্তিক নমুনায় দেখা গেছে বায়ুতে দূষণের মাত্রা ও শব্দের মাত্রা নির্ধারিত সর্বোচ্চ সীমার মধ্যে আছে।
- দামোদর নদী ও অন্যান্য খাল থেকে সংগৃহিত জলের সমস্ত নমুনা পানীয় জলের জন্য নির্ধারিত সীমার মধ্যে আছে।
- পলি ও বালি জমে জমে উঁচু চড়ার কারণে ২০০১ সাল থেকে মুন্ডেশ্বরী নদী প্রায় সারাবছর শুকনো হয়ে থাকে, কেবলমাত্র বর্ষার সময় বাদে।
- মুন্ডেশ্বরী নদীর পলি মাটিতে সমস্ত হেভিমেটালের যেমন ক্রমিয়াম, জিঙ্ক, লেড ইত্যাদির ঘনত্ব ইউ-এস-ই-পি-এ (US-EPA) নির্ধারিত প্রবাবেল এফেক্ট লেবেলের (পি-ই-এল) নিচে পাওয়া গিয়েছে। কপার এবং ক্যাডমিয়ামের লেভেল TEL ছাড়িয়েছে কিন্তু PEL এর মধ্যে আছে। পশ্চিমবঙ্গ রিভার রিসার্চ ইনস্টিটিউট এই পলি / বালি, মাটি বাঁধ ও রাস্তা গঠন ও মেরামতের কাজে ব্যাবহারের জন্য সম্মতি দিয়েছে।
- প্রকল্প এলাকাতে উল্লেখযোগ্য জীব-জন্তু, যেমন উদ-বিড়াল, নেউল, ভোঁদর, কচ্ছপ, বন্য বিড়াল, শৃগাল, গোসাপ, পাখির মধ্যে শ্বেতচক্ষু হংসের মত বিপন্ন প্রজাতির প্রাণী পাওয়া যায়। কিছু বিপন্ন মাছের প্রজাতিও দামোদর নদীতে পাওয়া যায়।
- প্রকল্প এলাকার মধ্যে কোনো জঙ্গল নেই যদিও এই পাঁচ জেলায় জঙ্গল আছে। রামনাবাগান বন্য প্রানী সংরক্ষণ এলাকা ডি.ভি.সি খাল থেকে প্রায় ২.৫ কিলোমিটার দূরে এবং দামোদর নদী থেকে প্রায় ৩.৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।

৫. পরিবেশগত ও সামাজিক প্রভাবঃ

পরিবেশ ও সামাজিক প্রভাবের উপর ভিত্তি করে ডব্লু-বি-এম-আই-এফ-এম-পি প্রকল্পের কার্যকলাপ গুলিকে মোট তিন প্রকার শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে।

- শ্রেণী - ১ (বেশি প্রভাব) - মুন্ডেশ্বরী ও অন্যান্য ৪১টি খালের পলি তোলা
- শ্রেণী - ২ (মধ্যম প্রভাব) - সেচ পরিকাঠামোর আধুনিকীকরণ, নদী ও খালের পলি তোলা ব্যতীত বন্যা নিয়ন্ত্রনের এর অন্তর্গত অন্যান্য সমস্ত কার্যকলাপ, কৃষি পরিকাঠামো গঠন, শষ্য বৈচিত্রীকরণ, জালের ঘেরাটপের মধ্যে নদী / খালের মাছ চাষ।
- শ্রেণী - ৩ (নিম্ন প্রভাব) - সেচ পরিচালন ব্যবস্থার উপস্থাপনা ও তার পর্যাবেক্ষন, সেচ পরিচালন ব্যবস্থার গুণগত মান উন্নয়ন, ভূগর্ভস্থ জলাধারের পর্যাবেক্ষন, প্রশিক্ষন।

পরিবেশগত ঋণাত্মক প্রভাব -

- সিভিল নির্মানকার্য এর সময় বায়ু ও শব্দ দূষণ, এলাকার জনসাধারণ ও শ্রমিকদের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব, নির্মানকার্যের ফলে উৎপন্ন রাবিশ, ইট-বালি, আবর্জনা সৃষ্টি হবে।
- ১১.৭৫ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (এম.সি.এম) পলির মধ্যে মুন্ডেশ্বরী নদীর ক্ষেত্রে ৭.১১ মিলিয়ন কিউবিক মিটার (এম.সি.এম) (MCM), মাদারিয়া খালের ক্ষেত্রে ৩.৫৯ এম.সি.এম, রনের খালের ক্ষেত্রে ০.৬৪ এম.সি.এম এবং অন্যান্য ৩৯টি খালের ক্ষেত্রে পলি তোলা হবে।
- নদী / খাল বাঁধের উপর অবস্থিত ঘর-বাড়ি, পুরানো ও পরিত্যক্ত সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামোর ভাঙ্গন ও পুনঃনির্মানের ফলে উৎপন্ন ১.৪৮ এম.সি.এম সিমেন্ট কংক্রিট রাবিশ এবং ০.১৪৮ এম.সি.এম ধাতব বর্জ্য পদার্থ সৃষ্টি হবে।
- মুন্ডেশ্বরী নদী ও খালে পলি তোলার সময় ভূপৃষ্ঠ জল নোংরা হয়ে যাবে।
- বাঁধ মজবুতির সময় বাঁধ সংলগ্ন ১১২টি পুকুরের জল ছেঁচা ও পুকুরের মাটি জমা, বাঁধ সংলগ্ন সমস্ত পুকুরের খুঁটি পাইলিং অথবা কংক্রিটের দেওয়াল দেওয়ার ফলে সাময়িক প্রভাব পড়বে।
- ৫০ সেন্টিমিটারের বেশি পরিধির ৭৮৮টি গাছ কাটা পড়বে, যার মধ্যে ২৬২টি গাছের গুঁড়ি ৮০ সেন্টিমিটার অধিক।
- আগাছা, গুলমো ও জলজ আগাছা পরিষ্কার ও তার পুনঃব্যবহার করতে হবে।
- জীব-জন্তু বিশেষত বিপন্ন জীব-জন্তুর যেমন মেছো বিড়াল উপর প্রভাব পড়বে।
- সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ও অধিক চাষের ফলে কৃষি ক্ষেত্রে কীটনাশক ও সারের ব্যবহার বেড়ে যাবে।

সামাজিক ঋণাত্মক প্রভাব -

- প্রকল্প এলাকার নদী বা খাল বাঁধে অবস্থিত ২৬৩৭টি ঘর বাড়ি আছে যাতে ২২৫৩টি পরিবার বসবাস করে। এই সমস্ত ঘর বাড়ির ভিতরে বসত-বাড়ি, দোকান, ঘরের চারিদিকের বাউন্ডারি, শৌচাগার, গোয়ালঘর, শেড ও বেদী হয়েছে। এর মধ্যে ১০৭৬টি বসত-বাড়ি, ৭৭৩টি ব্যাবসায়িক স্থল এবং বাকি গুলো সামুদায়িক ভবন।
- ৩৯৬টি ইলেকট্রিক পোল, ১১২টি পুকুর, ৪৬টি বেদী, ৩১টি মন্দির, ১৯টি ক্লাব, ১২টি টিউবওয়েল, ৯টি পাম্প হাউস, ৯টি ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার, ৬টি ব্রীজ, ৪টি রাজনৈতিক পার্টি অফিস, ৪টি বাস স্ট্যান্ড, ৩টি শ্মশাণঘাট, ১টি স্কুল, ১টি অঙ্গন বাড়ি এবং ১টি লাইটপোষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হবে বাঁধের দেওয়াল তোলার জন্য। কিছু ক্ষেত্রে আংশিক, কিছু ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্থ হবে।
- প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে ১৯টি অবৈধভাবে বসবাসকারী আদিবাসী পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

৬. পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (Environmental & Social Management Plan) (ESMP) -

নিম্নলিখিত কার্যকলাপ গুলি ডব্লু-বি-এম-আই-এফ-এম-পি প্রকল্পের অধীনে নিষিদ্ধ বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পরিবেশগত সংবেদনশীল এলাকা বলে ঘোষিত কোনো এলাকার মধ্যে যে ধরনের কার্যকলাপ করা যাবে না তার তালিকা নিচে দেওয়া হলো।

- বাস্তুতন্ত্র ও সংবেদনশীল এলাকা, ঘোষিত জঙ্গল এলাকা, সংরক্ষিত এলাকা অথবা জলাভূমিতে এমন কোনো রকম কার্যকলাপ যার ফলে এর প্রাকৃতিক পরিবর্তন হতে পারে।
- এমন কোনো কার্যকলাপ যেটা ভারত সরকার দ্বারা নিষিদ্ধ অথবা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) ঘোষিত Ia, Ib এবং II শ্রেণীর কীটনাশক ব্যবহারকে উদ্বুদ্ধ করে।
- পুরাতাত্ত্বিক স্থাপত্য অথবা স্থান থেকে ১০০ মিটার গন্ডীর ভিতরে কোন রকম নির্মান কার্য।

- অ্যাস্‌বেস্টাস সেচ পাইপ এবং অ্যাস্‌বেস্টাস ছাদের ব্যবহার।
- এমন কোন কার্য যার দ্বারা ভারত সরকার তথা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোন আইন বিঘ্নিত হয় ।
- সেচের জন্য কোন নতুন জলাধার এর গঠন।
- কোন নতুন খাল অথবা অফ টেক এর পরিকাঠামো গঠন ।
- স্থায়ীভাবে কোন ব্যক্তির জমি অধিগ্রহণ ।

ই এস এম পিঃ-

এস পি এম ইউ / ডব্লিউ বি এম আই এফ এম পি, একটি পেশাদার ও দক্ষ উপদেষ্টা সংস্থার সহযোগিতায় পরিবেশ ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার পরিকল্পনা (ই এস এম পি) করেছে । এই ই এস এম পি - তে প্রকল্পের বিভিন্ন অংশ ভিত্তিক পরিবেশ সংরক্ষন পরিকল্পনা করা হয়েছে। নদী / খাল থেকে উৎপন্ন পলি / বালির পুনঃ ব্যবহারের জন্য হস্তান্তর পরিকল্পনা, নির্মান কার্য ও ভাঙ্গার ফলে উৎপন্ন আবর্জনা নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা, নিষ্কাশিত বিপজ্জনক আবর্জনার নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা, গাছপালা জনিত আবর্জনার নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা (কচুরীপানা জনিত আবর্জনা নিয়ন্ত্রনও অন্তর্ভুক্ত), মৎস সুরক্ষা পরিকল্পনা, ক্ষতিপূরনের নিমিত্ত বনসৃজন পরিকল্পনা, যানবাহন নিয়ন্ত্রনের পরিকল্পনা, শ্রমিক আগমন নিয়ন্ত্রন ও আবাসন ব্যবস্থার পরিকল্পনা, নির্মান কার্য সংক্রান্ত সমস্যা নিবারণের পরিকল্পনাও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

ঠিকাদারী প্যাকেজ ভিত্তিক ই এস এম পিঃ-

পেশাদার উপদেষ্টা সংস্থার (পি এম সি) (Project Management Consultant) (PMC) এর সহযোগিতায় এস পি এম ইউ প্রজেক্ট প্যাকেজ ভিত্তিক ই এস এম পি তৈরি করবে।

ঠিকাদার ভিত্তিক ই এস এম পিঃ-

ঠিকাদারদের প্রতি প্যাকেজের জন্য ই এস এম পি বানাতে হবে পি এম সি- এর পরিবেশগত ও সামাজিক বিশেষজ্ঞের সহায়তায় এবং সেটি ঠিকাদারের সম্মতি চিঠি দেবার ১৪ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে। ই এস এম পি -তে প্রতিটি বিরূপ প্রভাবের মোকাবিলার জন্য সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিতে হবে উপযুক্ত পরিমান, স্থান, সময় ইত্যাদি সহযোগে। বর্জ্য পুনর্ব্যহার পরিকল্পনা, শ্রমিক আগমন নিয়ন্ত্রন পরিকল্পনা, শ্রমিক আবাসন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা, নির্মান কার্যের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার মোকাবিলা পরিকল্পনা অন্তর্ভুক্ত হবে।

কীটনাশক ব্যবহার ও নিয়ন্ত্রন সংক্রান্ত পরিকল্পনাঃ-

সার ও কীটনাশক ব্যবহার সংক্রান্ত এটি একটি যুগ্ম পরিকল্পনা যার মাধ্যমে সুসংহত সার ও কীটনাশক ব্যবহার বৃদ্ধি করা যাবে। এই পরিকল্পনায় সার ও কীটনাশক ব্যবহারের আদর্শ নিয়ম, সেই সংক্রান্ত প্রশিক্ষন, পর্যবেক্ষন পরিকল্পনা, সংযুক্ত দপ্তর ও তাদের ভুমিকার উল্লেখ আছে।

আদিবাসী পরিকল্পনাঃ-

সম্ভাব্য ক্ষতিগ্রস্ত বা প্রভাবিত আদিবাসীদের সাথে আলোচনার মাধ্যমে ও তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পর্যালোচনার মাধ্যমে এই পরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসী পরিবার কিভাবে সমতুল্য সামাজিক ও আর্থিক সহায়তা পেতে পারে এবং তাদের ওপর ক্ষতিকারক প্রভাব কিভাবে কম অথবা নির্মূল করা যায় অথবা ক্ষতিপূরণ দেওয়া যায় তার বিবরণ এই পরিকল্পনায় সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে।

পুনর্বাসন কার্যসূচী পরিকল্পনা (আর এ পি) (RAP) :-

প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে আর্থ সামাজিক ক্ষতিকারক প্রভাব ছাড়াও উপভোক্তা নির্ণয়ক দিন (কাট অফ ডেট), প্রতিকূলতা মোকাবিলার ব্যবস্থা, সংযুক্ত দপ্তর ও তাদের ভূমিকা এবং বাজেট সবিস্তারে বর্ণনা করা হয়েছে। পুনর্বাসন কমসূচী পরিকল্পনার (RAP) জন্য একটি সম্পূর্ণ আলাদা রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে।

৭) পরিবেশ এবং সামাজিক নজরদারি পরিকল্পনা পর্যবেক্ষন পদ্ধতিঃ-

ই-এস-এম- পি বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষন ও মুল্যায়ন মূলত দুই স্তরের করা হবে,

ক) সম্পূর্ণ প্রকল্পের ই এস এম পি পর্যবেক্ষন ও মুল্যায়নঃ

ই-এস-এম- পি-র কার্যকারিতা বোঝার জন্য প্যাকেজ ও ঠিকাদার ভিত্তিক ই এস এম পি তৈরী ও বাস্তবায়ন প্রণালী, মুল্যায়ন পদ্ধতি, প্রশিক্ষন এবং সংযুক্ত বিভাগের ভূমিকার নিয়মিত পর্যবেক্ষন করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের সময় পরিবেশ ও সামাজিক সংক্রান্ত আইনগত দিকের যথাযথ মান্যতা পর্যবেক্ষন করা হবে। নিরপেক্ষ তৃতীয় পক্ষ হিসাবে নিযুক্ত মুল্যায়ন উপদেষ্টা সংস্থার মাধ্যমে পরিবেশ ও সামাজিক প্রতিরোধক ব্যবস্থার দু'বার মুল্যায়ন করা হবে, একবার প্রকল্পের মাঝামাঝি ও আর একবার পরিশেষের সময়।

খ) প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও পরিবেশের গুণগতমানের মুল্যায়নঃ

প্রকল্পের প্রত্যেক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত সুনির্দিষ্ট প্রতিরোধ ব্যবস্থার কার্যকারিতা বাস্তবায়ন ও পরিবেশের গুণগত মানের মুল্যায়ন নিয়মিতভাবে করা হবে। পরিবেশের গুণগত মান নির্ধারণের জন্য সুনির্দিষ্ট জায়গা নির্ধারিত করা হয়েছে। পরিবেশ ও সামাজিক গত নিম্নোক্ত উপাদানগুলি / অংশগুলি নিয়মিত পর্যবেক্ষন ও মুল্যায়ন করা হবেঃ-

পরিবেশ সংক্রান্ত উপাদান / অংশ :

ভূ-পৃষ্ঠে ও ভূ-গর্ভস্থ জলের গুণগতমান, পারিপার্শ্বিক বায়ু দূষণ মাত্রা, সংবেদনশীল এলাকার শব্দের মাত্রা, মাটি, পলি, গাছ রোপন ও তার বেঁচে থাকার হার, শ্রমিক আবাসন এর ম্যানেজমেন্ট, আবর্জনা বা বর্জ্য অপসারন ও পুনর্ব্যবহার, কীটনাশক ব্যবহার ও তার নিয়ন্ত্রন প্রণালী, বাসস্থলের পুনর্স্থাপন।

সামাজিক উপাদান / অংশ :

অধিগ্রহনের জন্য ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন, ক্ষতিগ্রস্ত লোক বা পরিবারের আর্থিক উপার্জনের সংস্থান, কর্মস্থলের সুরক্ষা ব্যবস্থা, পুরুষ ও নারী শ্রমিকের অনুপাত বজায় রাখা, এইচ আই ভি / এড্স (HIV / AIDS) সংক্রান্ত সচেতনতা প্রোগ্রাম করা।

৮) অংশীদারদের সঙ্গে আলোচনাঃ

পরিবেশ ও সামাজিক পর্যালোচনা ও মুল্যায়ন করে ই এস এম পি তৈরি করার জন্য সমস্ত স্তরের মানুষ ও বিভাগের সাথে বিস্তারিত আলোচনা করা এক প্রয়োজনীয় কাজ। প্রকল্প সংক্রান্ত তথ্য সবিস্তারে সকল অংশীদারের সাথে আলোচনা করা হয়েছিল এবং প্রত্যেকের মতামত নথিভুক্ত করা হয়েছিল।

প্রত্যেক জেলার কিছু সংখ্যক কৃষক, ব্যবসায়ী, সেচ-কৃষি ও মাছ চাষের সাথে যুক্ত সামাজিক সংগঠন, জেলা ও ব্লক স্তরের সংযুক্ত সরকারি দপ্তর, এ. টি. এম. এ বিভাগ, কৃষিবিজ্ঞান কেন্দ্র, এন জি ও, ও অন্যান্য প্রত্যেক সংস্থার সাথে আলোচনা করা হয়েছিল। এই সকল আলোচনা মূলত মার্চ - সেপ্টেম্বর ২০১৮ মধ্যে করা হয়েছিল। সর্বমোট ২২টি আলোচনা সভা করা হয়েছে দামোদরের বাম পাশে, রামপুর, হুরহুরা, মুন্ডেশ্বরী উপরে অবৈধভাবে বসবাসকারী জনগনের (পুরুষ ও মহিলা, উভয়) সাথে। আলোচনা মুখ্যত হয়েছে প্রকল্প পরিকল্পনা এবং সম্ভাব্য প্রভাবের বিষয়ে।

প্রকল্পের বিভিন্ন অংশের কার্যপ্রনালী নির্ধারণের জন্য জেলায় জেলায় একটি করে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রত্যেক কার্যকলাপের বিভিন্ন প্রনালীর উপস্থাপনা করে প্রত্যেক প্রনালীর সামাজিক ও পরিবেশগত প্রভাব স্ববিস্তারে খতিয়ে দেয়ে সর্বাধিক উপযুক্ত প্রনালী বেছে নেওয়া হয়েছিল। এলাকার মানুষ প্রধানত প্রকল্পের অন্তর্গত কাজগুলি ও বিভিন্ন পরিকাঠামোগত সুবিধা যা এই প্রকল্পে প্রদান করা হবে সে সম্বন্ধে জানতে উৎসুক ছিলেন। পারিপার্শ্বিক এলাকার লোকের মধ্যে মুখ্য আলোচনার বিষয় ছিল জমি অধিগ্রহন, বাঁধের উপর অবস্থিত অবৈধ কাঁচা ও পাকা কাঠামোর সংখ্যা, কৃষিজমি ও চাষের ক্ষয়ক্ষতি, কৃষি ক্ষেত্রে নির্মানকার্য মেটেরিয়াল জমা করার ফলে জমির ক্ষতি। বেশিরভাগ জনগন সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রন আধুনিকীকরণের সাথে সাথে রাস্তা ও ব্রিজ নির্মাণ সংক্রান্ত ব্যাপারে বেশি উদগ্রীব ছিল।

সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে পরিবেশ সংক্রান্ত নিম্নলিখিত বিষয় গুলি সম্পর্কে উদ্বেগ উঠে এসেছেঃ-

- নদী ও খাল থেকে পলি তোলার ফলে উৎপন্ন পলি / বালি মাটি, বাঁধের ওপর অবস্থিত ঘরবাড়ি, সেচ ও বন্যা নিয়ন্ত্রক পরিকাঠামোর ভাঙ্গন ও পুনঃনির্মাণের ফলে উৎপন্ন বর্জ্য এর সাময়িক জমা করার জন্য যথোপযুক্ত জায়গা নির্ধারণ।
- পলি / বালির পুনঃব্যবহারের সম্ভাব্য উপায়গুলি নির্ধারণ করা
- কৃষিক্ষেত্রে জল জমার হাত থেকে বাঁচার উপায়

- প্রয়োজনের অতিরিক্ত গাছ না কাটা ও বৃক্ষ রোপন করা
- ভূ-গর্ভস্থ জলের স্তর নিচে নামা রোধ করা
- শ্রমিক আবাসনে শৌচাগারের সুব্যবস্থা প্রদান করা ও উৎপন্ন আবর্জনা যথোপযুক্ত সংরক্ষণ ও অন্যত্র পরিবহন।
- সমস্ত রকম আইন মোতাবেক কাজ করা

ই এস আই এ এবং ই এস এম পি রিপোর্ট সমস্ত স্তরের মানুষজনদের মধ্যে বিলি করে তাদের মতামত গ্রহনের জন্য ১৬ ই নভেম্বর ২০১৮ তে রাজ্য স্তরে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছিল। জনগণের সমস্ত উদ্বেগ নিরাময়ের যথোপযুক্ত উপায়গুলি ই এস এম পি তে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৯) সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পরিকল্পনাঃ-

ই এস এম পি বাস্তবায়নের বিষয় এস পি এম ইউ, ডি পি এম ইউ (জেলা স্তর) ডি পি আই ইউ, পি এম সি, ঠিকাদার এবং অন্যান্য সমস্ত বিভাগ যারা প্রকল্প বাস্তবায়নের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিকভাবে যুক্ত তাদের সমস্ত আধিকারিক ও কর্মীদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষন, প্রদর্শনী ও প্রদর্শন ভ্রমণের পরিকল্পনা করা হয়েছে। পরিবেশ, স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা এবং কাজের জায়গায় সঠিক আচরণ বিধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষন ও দক্ষতা বৃদ্ধির পরিকল্পনাকেও এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১০) অভিযোগ নিবারণ প্রনালীঃ

প্রকল্প বাস্তবায়িত করার সম্পূর্ণ ছয় (৬) বছর ধরে অভিযোগ দায়ের ও মেটানোর প্রণালী কার্যকর থাকবে। মানুষের অভিযোগ সমগ্র মেটানোর জন্য নিয়মিত সভার আয়োজন করা হবে। ওয়েবসাইটের মাধ্যমে অভিযোগ দায়ের করার সুবন্দোবস্ত করা হবে। এছাড়াও অভিযোগ গ্রহন ও মেটানোর জন্য ত্রিস্তরীয় ব্যবস্থা উপস্থাপন করা হবে। প্রাথমিক স্তর হলো প্রকল্প স্থান থেকে ডি পি এম ইউ (DPMU) লেভেল পর্যন্ত, দ্বিতীয় স্তর হলো রাজ্য স্তরের এস পি এম ইউ (SPMU) লেভেল এবং সর্বোচ্চ স্তর হলো আদালতের দ্বারস্থ হওয়া।

১১) ই এস এম পি বাস্তবায়নের নিযুক্ত দপ্তরঃ

ই এস এম পি বাস্তবায়নের সমস্ত রকম পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন মূলত এস পি এম ইউ করবে। এস পি এম ইউ এর অধীনে দুটি ডি পি এম ইউ এবং চারটি ডি পি আই ইউ থাকবে যারা প্রকল্পের বাস্তবায়ন করবে। কৃষি, কৃষি বিপণন, মৎস্য, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ ও উদ্যান দপ্তরও প্রকল্পের অন্তর্গত তাদের নিজের নিজের কার্যাবলী বাস্তাবায়িত করবে। এস পি এম ইউ ও ডি পি এম ইউ / ডি পি আই ইউ এর অধীনে বিভিন্ন উপদেষ্টা, দক্ষ কারিগর এবং অন্যান্য অস্থায়ী কর্মচারী নিয়োগ করা হবে। নিযুক্ত সমস্ত দপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের সাথে সাথে প্রস্তাবিত ই এস এম পি এর বাস্তব রূপায়নের প্রনালী পর্যবেক্ষন করবে। নিযুক্ত পি এম সি এর অধীনে এস পি এম ইউ স্তরে একজন পরিবেশ ও একজন সামাজিক তথা জেন্ডার বিশেষজ্ঞ এবং ডি পি এম ইউ স্তরে দুজন পরিবেশ ও দুজন কনিষ্ঠ সামাজিক তথা জেন্ডার বিশেষজ্ঞ নিয়োগ করা হবে।। এস পি এম ইউ স্তরের দুজন বরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ সরাসরিভাবে প্রজেক্ট ডিরেক্টর (পি ডি) (Project Director / PD) এর কাছে রিপোর্ট করবে এবং ডি এম ইউ স্তরের কনিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ এ পি ডি (Additional Project Director / APD) এর কাছে এবং এস পি এম ইউ স্তরের বরিষ্ঠ বিশেষজ্ঞ এর কাছে রিপোর্ট করবে। সকল পরিবেশ ও সামাজিক তথা জেন্ডার স্পেশালিস্ট প্রতিনিয়তই ই এস এম পি বাস্তবায়নের পর্যবেক্ষন ও মূল্যায়ন এর জন্য এস পি এম ইউ এবং ডি পি এম ইউ কে সাহায্য করবে।

১২) ই এস এম পি -র বাজেটঃ

ই এস এম পি বাস্তবায়নের সমস্ত খরচ হয় মোট খরচের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে অথবা প্রতিটি প্যাকেজের জন্য আলাদা করে খরচের প্রতিবিধান করা হয়েছে। এস পি এম ইউ এবং ডি পি এম ইউ স্তরে বিশেষজ্ঞ অথবা উপদেষ্টা নিয়োগ, মধ্যকালীন ও প্রকল্প শেষের হালনাগাদ / অডিট এর জন্য আলাদা করে খরচা নির্ধারণ করা হয়েছে। ই এস এম পি বাস্তবায়নের জন্য মোট ৭৪,৭৭,৫২,৬৬১ টাকা ধার্য করা হয়েছে।